‘মেঘদূত’ ও ‘ময়ূরপঙ্খী’-র অভিষেক আজ !

পালকি চড়ে অরুণ আলো আসে
দিনান্তে আকাশ প্রদীপ জ্বালে।
রাঙা প্রভাত ছড়িয়ে পড়ে হেসে
মা, মাটি আর মানুষ ভালবেসে।
নীলাকাশে মেঘদূত ঋজুরেখ আঁকে।
ময়ূরপঙ্খী নোঙর ফেলে অস্তাচলের বাঁকে।

পালকি, অরুণ আলো, আকাশপ্রদীপ, রাঙা প্রভাত, মেঘদূত ও ময়ূরপঙ্খী- বিমান বহরের ৬টি নতুন সুপরিসর বোয়িং উড়োজাহাজ। আকাশের বিস্ময় নতুন প্রজন্মের অর্ধ-ডজন বোয়িং এখন বিমান বহরের মেরুদন্ড। এর সাথে আছে বোয়িং ৭৭৭ ২০০, এয়ারবাস-৩১০, বোয়িং ৭৩৭ ৮০০ ও ড্যাশ এইট, জোড়ায় জোড়ায়। সব মিলিয়ে বিমান বহর এখন আধুনিক, নতুন এবং ঝা তকতকে। বেড়ে চলেছে এর গন্তব্য, ফ্লাইট শেড্যুল সুশৃংখল। আধুনিকতার ছোঁয়া এর সর্বাঙ্গে, ঠিক যেমনটি এতদিন চেয়েছিলেন আপনি।

স্বপ্ন পূরণের দিন আসে। উড়ে যান যেথা খুশি!

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আকাশে শান্তির নীড়

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর বিমান বহরে আরও ২টি নতুন বোয়িং ৭৩৭ ৮০০, ‘মেঘদূত’ ও ‘ময়ূরপঙ্খী’-র অভিষেক উপলক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিমান পরিচালনা পর্ষদ-এর বক্তব্য।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান, মেনন, এমপি, মন্ত্রীসভার মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, ঢাকাস্থ মার্কিন দুতাবাসের -শার্জ দ্যএফেয়ার্স David Meale, বিশিষ্ট সদস্যগণ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আস-সালামু আলায়কুম ওয়ারহমাতিল্লাহ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর উড়োজাহাজ বহরে নতুন দুটি বোয়িং যথাক্রমে মেঘদূত ও ময়ূরপঙ্খী-র অভিষেক-এর আজকের দিনটি জাতীয় এয়ারলাইন্স-র জন্য যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, বিমান পরিচালনা পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে আমার জন্যও তেমনি ‘বৈশিষ্ট্যমন্ডিত’। পরিচালনা পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ২০০৯ সালে বিমানে আমার প্রথম আগমন। সে হিসেবে আমার ৬ বছর কেটেছে বিমানে। ৬ বছরে বিমানের জন্য ৬টি নিজস্ব নতুন উড়োজাহাজ। আজকের দিনটি তাই আমাদের সকলের জন্য একটি আনন্দের দিন। এমন একটি আনন্দ-ঘন মূহুর্ত উপহার দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন জানাই।

প্রিয় প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহলের শেষ নেই। প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে বিমান বিষয়ে আপামর মানুষের এই কৌতুহল। প্রথমতঃ এটির প্রকৃতি অর্থাৎ এটি নীলিমার বাহন। আকাশের প্রতি আমাদের দুর্বলতা জন্মগত। দ্বিতীয়তঃ এটি স্বপ্নের সারথি, দূর-দেশে ভাগ্য-গড়ার কল্পনা, যেখানে বাহন বিমান, তাও অনেকটা আজন্ম-লালিত। তৃতীয়তঃ এটি সেবা-ধর্মী প্রতিষ্ঠান। সেবার মান ক্ষুণ্ন হলেই এখানে স্বপ্ন-ভংগের অভিযোগ। চতুর্থতঃ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে আমাদের জাতি-সত্বার মূর্ত প্রতীক বিমান। জাতি-সত্বার দৈন্যদশা কেউ মেনে নেবে না। এ সব কারণেই বিমানের জন্য আমাদের রাগ এবং অনুরাগ প্রায় সমান সমান। এ দু'য়ের মধ্যে আবার কোন্‌টা বেশী, কোন্‌টা কম, বলা মুশকিল।

তবে সত্যিকার মুশকিলে পড়েছিলাম ২০০৯ সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসুলভ বদান্যতায় বিমান পরিচালনা পর্ষদ-এর চেয়ারম্যান করে আমাকে এখানে পাঠান। আশা করি, মাননীয় সুধীমন্ডলী, আপনারা ধৈর্য্য সহকারে সে কাহিনী শুনবেন -

প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনদের লেখনী ও বর্ণনা এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিমান বহরের করুণ অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিলাম। প্রায় ৩০ বছরের পুরনো গুটি কয়েক ডিসি-১০ ও ২টি মধ্যম-পাল্লার এয়ারবাস সম্বল করে এশিয়া, ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের ২ ডজন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে আসছিল বিমান। এই সব জ্বালানী-খেকো উড়োজাহাজ দিয়ে ফ্লাইট-পরিচালন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলছিল। একই সাথে শেড্যুল-বিপর্যয় মারাত্নক অবস্থায় পৌঁছেছিল। অনিয়মিতভাবে ফ্লাইট পরিচালনা করতে গিয়ে যাত্রীর অভিযোগ ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করছিল। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের বিরাট অংশ জুড়ে থাকত বিমানের বিদ্যমান সংকট নিয়ে সংবাদ/ফিচার। দীর্ঘদিন যাবত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনায় বিমানের অনুপস্থিতি দেশবাসীর মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে। বিমান বস্তুতঃ প্রতিদিনের আলোচনায় ‘টক অব দ্য টাউন’-এ পরিণত হয়েছিল।

বিমান বহরে জাহাজ-সংকট এবং অন্তহীন সমস্যায় নিপতিত বিমানের হাল ধরার জন্য উপযুক্ত একজন CEO নিয়োগের সিদ্বান্ত নেই আমরা। কারণ, এ সময় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছিল বিমান। একবিংশ শতাব্দীর বিমানের ব্যবস্থাপনা চলছিল সনাতনী কায়দায়। ভাবা যায়, বিমানের কার্যকর একটা ওয়েবসাইট পর্যন্ত ছিল না। বিমানের টিকিট কাটার জন্য যাত্রী বা তার প্রতিনিধিকে মতিঝিল বা বিমানের অফিসে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রেভিন্যু ম্যানজমেন্ট চলছিল ৫০ বছর পূর্বের কায়দায়। এই সব অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিচ্ছিল সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সন্ধানীরা।

এমনি বাস্তবতায় নিয়ে আসা হল এয়ারলাইন্স পরিচালনায় দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃটিশ নাগরিক, কেভিন স্টিলকে। চৌকশ কেভিনকে বলা হল- ১০টি নতুন জাহাজ সংগ্রহের জন্য ২০০৮ সালে বিমান-বোয়িং চুক্তির নির্ধারিত সময়ের আগেই সেগুলো নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে। একই সাথে আধুনিক ও যুগোপযোগী একটি এয়ারলাইন্স হিসেবে বিমানকে গড়ে তোলার জন্য আবশ্যকীয় কর্ম-কৌশল প্রণয়নের জন্য-ও তাঁকে এগিয়ে যেতে বলা হয়। সে ধারাবাহিকতায় বিমানের প্রথম ওয়েবসাইট ও অনলাইন বুকিং সিস্টেম চালু করা হয়। বিপণন কৌশল জোরদার করা হয়, চালু হয় প্রথম FFP বা লয়্যালটি ক্লাব। ২০১১ সালেই বিমান বহরে প্রথম যুক্ত হয় নিউ জেনারেশ্যান সু-পরিসর বোয়িং ট্রিপল সেভন থ্রি হান্ড্রেড ই আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটির নাম দিয়েছেন ‘পালকি’। শুধু পালকি নয়, বিমান বহরে নতুন ৬টি জাহাজের নামকরণ-ও তাঁর অবদান।

সুধীমন্ডলী,

ইতিমধ্যেই বিমানের শেড্যুল রেগুলারিটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থায়ও প্রভূত উন্নয়ন ঘটে। এ জন্য নতুন ‘সফটওয়্যার’ ‘রেভিন্যু ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট’ প্রবর্তন করা হয়। রিজার্ভেশন এবং রেভিনিউ ব্যবস্থায় ‘অটোমেশন’ চালু হওয়ায় বিমান লাভের মুখ দেখতে শুরু করে। কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়, তাদের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরে আসে। সর্বাধুনিক বোয়িং নিয়ে আসে সর্বাধুনিক ইন-ফ্লাইট সিষ্টেম। যাত্রীর অভিযোগের মাত্রা ক্রমশঃই কমে আসতে থাকে, আলহামদুলিল্লাহ।

‘পালকি’র পথ ধরে একের পর এক বিমান বহরে যুক্ত হতে থাকে আরও ৩টি বোয়িং ট্রিপল সেভন। এই সব আনকোরা নতুন জাহাজ নগদ মূল্যে ক্রয় করার সামর্থ্য বিমানের ছিল না। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এই গুলির অর্থ যোগান দিয়েছে, আর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে আগ্রহ নিয়ে, উদ্যোগী হয়ে এগুলি সংগ্রহের জন্য আবশ্যকীয় রাষ্ট্রীয় তথা ‘Sovereign Guarantee’-র ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার এ বদান্যতার জন্য আমরা সবাই আপনার কাছে চির ঋণী। এ জন্য আপনাকে জানাই লাখো সালাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

নতুন প্রজন্মের জাহাজহগুলি জ্বালানী সাশ্রয়ী বলে তা এয়ারলাইন্সের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গত অর্ত বছরে আমরা প্রায় ২৭২ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছি। ৪টি উৎবধসষরহবৎ-সহ মোট ১০টি জাহাজের মূল্য বাবদ বিমানকে মোট ২.৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ৭০৮২ কোটি টাকার অধিক বিমান ইতিমধ্যেই নিজস্ব ব্যবস্থায় বোয়িং-কে পরিশোধ করেছে। এবং সরকারী অর্থানুকূল্য ছাড়াই নিজস্ব ব্যবস্থায় বিমান এই অসম্ভব-কে সম্ভব করেছে। এই অর্থের মধ্যে অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান দিয়েছে ৫৬৫৮ কোটি টাকা, ব্যাংক-সুদ ও প্রি-ডেলিভারি পেমেন্ট বাবদ বিমান নগদ পরিশোধ করেছে ১৪২৪ কোটি টাকা। আপনারা বলতে পারেন ‘Biman is a good paymaster’।

প্রায় ৫৫ হাজার হজ্ব-যাত্রী ২০১৫ বিমানে হজ্ব-ব্রত পালন করেছেন। এই সব পূণ্যবান মানুষেরা বিমানের জন্য দোয়া করেছেন কারণ তারা নতুন এবং বড় জাহাজে আয়েশে

এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ
এনডিসি, বিইএমএস, পিএসসি (অবঃ)
চেয়ারম্যান, বিমান পরিচালনা পর্ষদ।

হজ্ব-পালনে সৌদি আরব আসা-যাওয়া করতে পেরেছেন। গ্রাম-বাংলার মানুষ এখন বিলাস বহুল Dash 8-এ ঢাকা আসা-যাওয়া করছেন। তাঁদের প্রাণের দাবী পূরণ হয়েছে। আমাদের-ও ভাল লাগছে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চালু করতে পেরে। অতি শীঘ্রই আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন কয়েকটি গন্তব্যে ফ্লাইট চালু করার আশা করছি। এর মধ্যে ক্যান্টন ও কলম্বো চালু হবে আগামী এপ্রিলেই।

বিমান-কর্মীদের গত বছর আমরা হজ্ব-বোনাস দিয়েছি। কর্মীদের মনোবল অটুট রাখা বা তাদের উদ্যম বাড়াতে এটা খুবই জরুরী। ব্যবস্থাপনা-কর্মীর উষ্ণ সম্পর্ক শিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। বিমান-কর্মী তথা ইউনিয়নগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই সম্পর্কোন্নয়নের জন্য। বিমান এয়ারলাইন্সের উন্নয়নের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির ‘ত্যাগের মানসিকতা’ থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীতে তাদের গঠনমূলক ভূমিকা পালনের বিকল্প নেই।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করে আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। বিমান বহরের নবীন দুই সদস্য ‘মেঘদূত’ ও ‘ময়ূরপঙ্খী’র অভিষেকের এই লগ্নে আমি বিমানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। বিমানের এই দুটি জাহাজের সংযোজন বিমান বহরকেই কেবল শক্তিশালী করবে না, আমাদের’ও শক্তি যোগাবে সাহসী হতে, দূর, দুর্গম পথ পাড়ি দিতে। সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাব আমরা। কারণ ঃ

‘ভালবেসে দিগন্ত দিয়েছ যাকে মেলে
অসীমের নেশা তার ডানায় ডানায়’।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।